দৈনিক ইনকিলাব

31 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা

পরীক্ষায় নকল সংক্রান্ত আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, নকলমুক্ত চমৎকার পরিবেশে শুরু হয়েছে এইচএসসি এবং আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা। দৈনিক ইনকিলাবসহ জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গেছে, পরীক্ষার প্রথম দিনে গত বৃহস্পতিবার দু'একটি ছোটখাটো ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের সকল স্থানে পরিবেশ ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। আগের মতো কোথাও পরীক্ষা কেন্দ্রের চারপাশে নকল সরবরাহকারীদের ভিড় ও তৎপরতা চোখে পড়েনি, গাছ বেয়ে বা দেয়াল টপকিয়ে কাউকে নকল সরবরাহ করতে দেখা যায়নি, কেন্দ্রের ভেতরে পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও নকল করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি। সকল রিপোর্টে বরং দৃশ্যপট বদলে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকর্তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন, কোথাও কোথাও নকলবাজ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। অন্য কয়েকজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকেও তৎপরতা চালাতে দেখা গেছে, অনেক এলাকায় সংসদ সদস্যরা নকলের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নিয়েছেন। জেলা প্রশাসকসহ সরকারী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরাও একইভাবে তৎপর থেকেছেন, বিশেষ করে যারা পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের দায়িত্বে ছিলেন। অর্থাৎ, সকল পর্যায়ে এবার নকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং সে জন্যই একদিকে নকল করা যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি কেন্দ্রের বাইরের পরিবেশকেও কোনো মহল বিশৃংখল বা উত্তেজনাপূর্ণ করতে পারেনি। এখানে আরেকটি তথ্যেরও উল্লেখ করা দরকার। তথ্যটি হলো, এত কড়াকড়ির মধ্যেও পরীক্ষার্থীদের অনেকে নকল করেছে, করার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে, অনেকে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, পরীক্ষার প্রথম দিনে সারাদেশে প্রায় এক হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনরত চারজন শিক্ষক নকলে সাহায্য করায় বহিষ্কৃত হয়েছেন। জামালপুরসহ কোনো কোনো স্থানে রোগী সেজে বিছনায় শুয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়নি পরীক্ষার্থীরা তাদেরকে টুলে বসিয়ে পরীক্ষা দেয়ানো হয়েছে। আর এর ফলেও নকলবাজরা পিছু হটেছে। সব মিলিয়েই এইচএসসি, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার প্রথম দিনটি ছিল নকলমুক্ত, পরিবেশও ছিল শান্তিপূর্ণ।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সুদীর্ঘকাল পর প্রাপ্ত এমন একটি সুসংবাদ সকল বিচারে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সচেতন ও দেশপ্রেমিক সকল মহলের সঙ্গে আমরাও সব সময় নকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে এসেছি, দুষ্ট গরু ও শূন্য গোয়াল সম্পর্কিত প্রবাদবাক্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছি, নকলবাজ শিক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই– এদের কারণে বরং দেশ ও জাতির সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে। আশা ও আনন্দের বিষয়, অতীতের কোনো সরকার নকল উচ্ছেদের দাবীর ভিত্তিতে কার্যকরভাবে পদক্ষেপ না নিলেও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার প্রথম থেকেই কঠোর নীতি ও মনোভাব নিয়েছে, পদক্ষেপও নিয়েছে নকলের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য যে, গত বছর অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষার সময়ও সরকার একই রকম ব্যবস্থা নিয়েছিল। আমরা এজন্য বর্তমান সরকারকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং আশা করি, পরীক্ষার বাকি দিনগুলোতেও প্রথম দিনের মতো তৎপরতা অব্যাহত রাখা হবে, যাতে কারো পক্ষেই নকল করা সম্ভব না হয়। আমরা চাই, নকলবিরোধী অভিযান দেশব্যাপী এক আন্দোলনে পরিণত হোক এবং জনগণের পাশাপাশি ছাত্রসমাজও সে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হোক। একথা বোঝা ও বোঝানো দরকার যে, সমগ্র জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করার ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেশে নকলের অপরাধকে সর্বব্যাপী করা হয়েছিল। সুতরাং জাতীয় স্বার্থেই এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে হবে– এজন্য নকল বন্ধ করতে হবে যে কোনভাবে। আমরা আশা করতে চাই, জনগণ সরকারের এই মহতী প্রচেষ্টার সমর্থনে এগিয়ে আসবে, সরকার কোনোক্রমেই নকলবাজদের ছাড় দেবে না এবং জাতির শিক্ষার মান ক্রমাগত আরো উন্নত হতে থাকবে, দাঁড়াবে দৃঢ় ভিত্তির ওপর।